কোটচাঁদপুরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস পালিত

‘উন্নত পল্লী, সমৃদ্ধ দেশ সবার আগে বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস-২০২৬ পালিত হয়েছে।

সোমবার সকালে দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর যৌথ আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদের মিলনায়তন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীপা রানী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন উপজেলা তথ্য কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, জামায়াতের পৌর আমির মোহাদ্দিস আব্দুল কাইয়ুম, কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আনসারুল্লাহ, উপজেলা বিআরডিবি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন, এনসিপির ঝিনাইদহ-৩ আসনের অ্যাম্বাসেডর হৃদয় আহম্মেদ এবং শেরখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্কাস আলী।

বক্তারা গ্রামীণ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই পল্লী উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। একই সঙ্গে দেশের সার্বিক উন্নয়নে পল্লী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সাংবাদিক, বিআরডিবির সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবসে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন দৈনিক সমকালের কোটচাঁদপুর প্রতিনিধি সুব্রত কুমার, উপকারভোগী আকিমুল ইসলাম, রোজিনা খাতুন।

আলমডাঙ্গায় জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস পালিত

আলমডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় পল্লী উন্নয়ন (বিআরডিবি) দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সোমবার সকাল ১০টায় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, সমবায় সদস্য, শিক্ষক, কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

উপজেলা বিআরডিবি কর্মকর্তা সেলিম রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমির শফিউল আলম বকুল, সেক্রেটারি মামুন রেজা, পৌর আমির মাহের আলী, ইউসিসিএ চেয়ারম্যান শরিফুল ইসলাম, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, ক্রীড়া সংগঠক শরিফুল ইসলাম পিন্টু, ৬ নম্বর পৌর ওয়ার্ডের সেক্রেটারি আক্রার উজ্জামান দুলু, ৭ নম্বর ওয়ার্ড আমির আব্দুর রহিম শহিদুলসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, “১৯৫৯ সালে ড. আখতার হামিদ খান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কার্যক্রমের ভিত্তি গড়ে তোলেন। এর লক্ষ্য ছিল গ্রামের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়ে তোলা। সরকার গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করতে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণে কাজ করছে।”

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মাসুদ হোসেন পলাশ বলেন, “আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদ এবং সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রামের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে। উৎপাদন খরচ কমানো ও বাজার ব্যবস্থাপনা সহজ করতে সম্মিলিত উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই।”

বক্তারা বলেন, পল্লী উন্নয়নে সমবায়, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, কৃষি প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর মাধ্যমে গ্রামের মানুষ ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া কয়েকজন গ্রামবাসী বলেন, আগে গ্রামের মানুষ শুধু কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এখন সঞ্চয়, প্রশিক্ষণ ও সমবায় কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেকে নতুনভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। তারা রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থা ও কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি তরুণদের কর্মসংস্থানে সরকারি সহায়তা বৃদ্ধির দাবি জানান।

শেষে পল্লী উন্নয়ন ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই অগ্রগতিতে সম্মিলিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আহ্বানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা

‘উন্নত পল্লী, সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), মেহেরপুরের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়।

র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এতে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “প্রশিক্ষণের পর নিয়মিত ফলোআপ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কৃষকদের প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করে সারের ব্যবহার কমিয়ে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক ধারণা দিতে হবে।”

সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর। স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল আলিম।

এ সময় জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।